আপনিও একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে উঠুন
লেখক সম্মানিত ভাই
আবি আসমা আল কুবি
আল্লাহ্‌ তাঁকে রক্ষা করুক
পরিবেশনায়
আনসারুল্লাহ বাংলা টিম

আপনিও একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে উঠুন

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি।

আল্লাহ্‌র পথে সেই ব্যক্তি একজন মুজাহিদ, যে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করার যে অধিকার তার ওপর আছে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । অবশ্যই জিহাদের বিভিন্ন পর্যায় তাঁর জানা ও বোঝা উচিত এবং বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। আজকে আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে দলাদলি এবং প্রকাশ্য ও গোপন বিবিধ সংগঠনের উপস্থিতি। একজন ব্যক্তিকে প্রকৃত যোদ্ধা হয়ে উঠার জন্য মানসিক এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

সততা এবং আন্তরিক বিশ্বাস বজায় রাখার মত দুটি গুণ অর্জন করতে পারলে, সঠিক লক্ষ্য অর্জনে তা দারুন সহায়ক হবে; কারণ এই গুণাবলী অর্জন করতে না পারলে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হবে, দ্বীন এবং জিহাদের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে আর নিজের অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনার সাথে বিভিন্নভাবে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। এজন্য আপনাকে রুটিন মাফিক খাদ্য, পানীয় এবং আরাম-আয়েশ পরিহার করতে হবে। প্রিয় স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের (মাত্রাতিরিক্ত) ভালোবাসা আপনাকে পরিহার করতে হবে। পরিবারের কাছে যাওয়া এবং ভ্রমণের সন্তুষ্টি পরিত্যাগ করতে হবে। বিশেষভাবে কোন স্থিতিশীল দেশে অতিরিক্ত কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাধীনে নতুন কোন সংগঠন তৈরী করতে হলে সেই ত্যাগগুলো স্বীকার করতে হবে। এই পর্যায়ে সাধারণ কর্মকান্ড ও চলাফেরা ব্যাহত হয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে খুবই উন্নত ও সতর্ক করতে হয়। এই কারণে খুব কম লোকই এই পর্যায় সহ্য করতে পারে; কেবল তারা পারে যারা আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দেয় এবং তাঁদের চোখে দেখার আগেই জান্নাতকে অধিক গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ এই সকল ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাহ, তাঁদের আত্মাসমূহ দেহ পরিত্যাগ করার পর শীঘ্র যেখানে প্রবেশ করবে, এই দুনিয়াতে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**- এর পথে কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলস্বরূপ তা পাওয়া যাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে ঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক সত্যবাদী? সুতরাং, তোমরা সে লেনদেনের ব্যাপারে আনন্দিত হও, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এ হল মহান সাফল্য।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ১১১)

এবং তিনি আরও বলেনঃ **"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহর নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি, তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।"** (সূরা আল-ইমরান,আয়াতঃ১৬৯-১৭১)

মাসরূক কতৃক বর্ণিতঃ আমরা এই আয়াতটির ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ Ê -কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ১৬৯)

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ বলেছিলেনঃ আমরা রসূল ﷺ এর নিকট এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এইভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ

“তাঁদের আত্মা সমূহ সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকবে যা আরশের সাথে ঝুলন্ত লণ্ঠনে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তাঁরা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করতে পারবে। অবশেষে তাঁরা লণ্ঠনে ফিরে আসবে। একবার তাঁদের রব তাঁদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তোমাদের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তাঁরা উত্তরে বলবে, আমাদের আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? আমরা জান্নাতে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বিচরণ করতে পারছি। আল্লাহ তাদেরকে এইভাবে তিনবার বলবেন যখন তাঁরা বুঝবেন, উত্তর না দিয়ে এই প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাঁরা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয় আপনি আমাদের আত্মাগুলোকে আবার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহর রাস্তায় নিহত হতে পারি। আল্লাহ্ যখন দেখবেন তাঁদের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা বাকী নেই, তখন তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে জান্নাতে।” [মুসলিম]

এই জিহাদী মানসিকতা অর্জনের পথে সহায়ক কিছু উপকারী তালিকা আমি বর্ণনা করব ।

আমি আল্লাহর কাছে দো'য়া করছি, যেন আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এর অর্থ সহজভাবে ব্যাখ্যা করার তৌফিক দেন, যাতে প্রত্যেক সত্যবাদী ঈমানদার পাঠকেরা তা সহজে পড়তে পারে।

আমি আল্লাহর কাছে দো'য়া করছি, যারা এই লেখাটি পড়ছে আর যে এটি লিখেছে উভয়কে যেন আল্লাহ উত্তম বদলা দান করেন এবং আমাদেরকে এর উপকার থেকে বঞ্চিত না করেন।

প্রথমত, সঠিক ইখলাস যা মানসিক রক্ষাবর্ম। এই অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ্যে লোক দেখানোর মত ভয়ঙ্কর রোগ, আত্ম তুষ্টি, খ্যাতি এবং দুনিয়ার মোহ থেকে ইখলাস মুক্তি দেয়।এ যাবতীয় রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাক্বওয়া ব্যতীত অন্য কোন সমাধান নেই, যা একজন ঈমানদারের রণসজ্জার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। সুতরাং একজন ঈমানদারকে ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরত নফল ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ঐ স্তরের ঈমান অর্জন না হয়। যদি সে এর যেকোন একটি ছেড়ে দেয় অথবা অলসতা করে, তাহলে তাঁর উচিত নিজের ঈমানের স্তরকে পুনরায় পরীক্ষা করা। আমরা জানি যে হানজালা Ê এই পরিস্থিতিকে নিজের জন্য কি ধরনের বিপদ বলে মনে করেছিলেন। আবু বকর Ê এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ *“‘কেমন আছ হানজালা?’ তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে’ তিনি উত্তরে বলেন,‘সকল ভুলত্রুটির উর্ধ্বে, আপনি এ কি বলছেন?!’ হানজালা উত্তরে বলেন, ‘যখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থাকি, তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত, জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে মনে হয় তা আমাদের চাক্ষুষ বিষয়। তারপর যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী ও খেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই’, আবু বকর Ê বলেন, ‘এই রকম অবস্থাতো আমারও হয়’। তারপর আবু বকর Ê এবং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূলঃ হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।’ রসূল ﷺ বললেনঃ ‘তা আবার কি?’ আমি বললামঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট যখন থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত, জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে মনে হয় তা আমাদের চাক্ষুষ বিষয়। তারপর যখন আমরা আপনার কাছ থেকে বের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী ও খেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই।’ তখন রসূল ﷺ বললেনঃ ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি যদি তোমরা আমার কাছে যে অবস্থায় থাক তার উপর সর্বদা থাকতে, যিকরে মশগুল থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফা করত, কিন্তু হে হানজালা এজন্য সময় আছে এবং সেজন্য পৃথক সময় (তিনবার কথাটি বললেন)।”* (মুসলিম)।

এইভাবে একজন মু'মিন ব্যক্তি তাঁর ঈমানের কমে যাওয়া এবং বৃদ্ধি পাওয়া অনুভব করে আর নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে সে সবসময় ভীত থাকে।

কোন মুজাহিদকে যে সকল ইবাদত চর্চা করতে হবে তা হলো বিতিরের সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, কোরআনের একটি অংশ তেলওয়াত করা।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করি, যেন তিনি আমাদের কাজগুলোতে দিকনির্দেশনা দিন যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী কাজসমূহ তিনটি বিষয়বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে ইসলামী কর্মকান্ড এবং মুসলিমদের সাহায্য করার কাজগুলো ঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবে। যেকোন সময় যেকোনো স্থানে মুজাহিদীনদেরকে সহায়তাকারী হয়ে উঠতে পারে, যদি দ্বীনকে সহায়তা করার ভালো এবং আন্তরিক নিয়্যত থাকে।

প্রথম বিষয়– বর্তমান বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং এই বাস্তবতা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে জড়িত, যেগুলো হচ্ছে একটি দেশের রাজনীতৈকি প্রেক্ষাপট, সামাজিক বলয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভিতরের ও বাইরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং ভৌগলিক অবস্থান। এ জ্ঞানের আলোকে বর্তমানে আমরা উপকৃত হতে পারি এবং এর উপর ভিত্তি করে সরকারী শাসনব্যবস্থাকে আমরা ইসলামিক, কুফফার এবং তাগুত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। মুসলিম ভূখন্ডে তাগুত সরকারের মতই এ ব্যবস্থাগুলোর সাধারণ ও স্বতন্ত্র নিয়মকানুন আছে যা সরকারের কর্মকান্ড ও গতিপথের দিক নির্দেশনা দেয়। এর নিয়মনীতি, অগ্রগতি এবং জীবনধারা থেকে সমাজের পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। এখান থেকে নিরাপত্তা ইস্যুতে কল্যাণ লাভ করা যাবে, যার ফলে একটি সুরক্ষিত নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে। এই গতিপথে যে শ্রেনীটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হবে তা হচ্ছে মধ্যম শ্রেণী। একটি সমাজে তিনটি শ্রেনী থাকে। প্রথমত ধনী শ্রেণী যারা একটি সমাজের দৃশ্যপটে থাকে। দ্বিতীয়ত মধ্যম শ্রেণী, সমাজে যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং এই হাতগুলোই তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সরকারের কাজগুলো করে থাকে । তৃতীয়ত গরীব শ্রেণী যারা সমাজে তাদের দুরবস্থার কারণে কলুষিত। সমাজকে এবং তার প্রকৃতিকে বুঝা জনগণকে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং কাজের সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আক্রমণ করা, গনিমতের মাল অর্জন অথবা সাহায্যের জন্য যাই হোক না কেন, যে কোন কাজের লক্ষ্যে সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য অর্থনীতিও সর্মধিক গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এর শক্তি এবং দুর্বলতার উপর নির্ভর করে। দেশের ভিতরে শত্রুর ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্রকার কাজের মূল্যায়ন করাও খুব জরুরী। সদস্যদের তত্ত্বাবধান, অনুপ্রবেশের জন্য পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে হবে। আরও মূল্যায়ন করতে হবে সামরিক বাহিনী, তাদের অস্ত্র এবং সামর্থ্যের উপর। তাদের সামরিক অবস্থানের প্রকার (পাহাড়-শহররাঞ্চল-বনাঞ্চল), তহবিল, সদস্যদের নিরাপত্তার চিত্র, অস্ত্র, যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের উপর।

দ্বিতীয় বিষয়–শর'ঈ ফতোয়া যা বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য। ফতোয়া আইন থেকে আলাদা। ফতোয়া শর্ত এবং অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে আইন হচ্ছে সার্বজনীন। আর এই ফতোয়া তাদের থেকে নেওয়া হয় যারা এই বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন। কারণ প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা লোক থাকে। তাই আক্বীদা ও জিহাদের ফিক্বহের সাথে সমসাময়িক কালের সম্পর্ক। এ আক্বীদার নিজস্ব লোক আছে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বন্দীশালায়। সুতরাং যারা জিহাদ করতে চায় তাদের উচিত এই সকল ব্যক্তিদের কাছে জানতে যাওয়া। জিহাদের দরজা সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ দরজা; কেননা তা জনগণের সম্পদ, জীবন এবং সম্মানের সাথে সম্পর্কিত। তাই এই পথে সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রয়োজন। তাই কোন মুজাহিদ নিশ্চয়তা ছাড়া কোন কাজ করে না এবং তাঁর কাজের ব্যাপারে প্রমাণ জেনে করে।

তৃতীয় বিষয়–কাজ। এটা সমসাময়িক অবস্থা অনুধাবন করার পর ফতোয়াকে বর্তমান সময়ে প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন করা। আল্লাহর ইচ্ছায় এর প্রস্তুতি খুবই সহজ এবং তা সঠিক ও অর্জনযোগ্য, বিশেষ করে যাদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দেন ।

আমি কিছু উপদেশ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করবো।

প্রথমত, উম্মাহ এখন কঠিন পরীক্ষা এবং তাকলিফের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ঘটে থাকে। **আর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন বান্দারা তাঁদের দ্বীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত না হবে আর আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল না হবে।** তারা মৃত্যুর সময় ছাড়া কোনও ফিতনা কিংবা পরীক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তারাই রোমদের দুর্গকে তাকবিরের সাথে ধ্বংস করবে। শেষ দিবসের সময় কোন অবদান রাখবে অথবা পরবর্তী প্রজন্মকে তারা প্রস্তুত করবে। তাই এটা আবশ্যক যে আমরা প্রত্যেকেই দ্বীনকে সাহায্য করার দায়িত্ব পালন করবো।

দ্বিতীয়ত, জিহাদ খুবই ক্লান্তিকর এবং কষ্টদায়ক। তাই শুধু সত্যবাদী ব্যক্তিরাই ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে যারা নিজের সত্ত্বা এবং তার ইচ্ছার কথা চিন্তা করে না। কারণ জিহাদে রয়েছে খাদ্য ও নিদ্রার ঘাটতি, অনেক দিন ধরে একটানা চলাচল করতে হয়, শত্রু শিবিরে আক্রমণ ও শত্রু শিবিরে প্রবেশের জন্য দৌড়া-দৌড়ি করতে হয়, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে যা বিচ্যুতি ঘটায় এবং জিহাদের আরও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। এখানে দুর্বলতা ও নিজেকে প্রত্যাহার শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহর দ্বীন চূড়ান্তভাবে বিজয়ী। **মুজাহিদগণ কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা তাদের বিরুদ্ধে যায় এবং বিশ্বাসভঙ্গ করে।** সে জন্য নিজেকে এবং নিজের মনকে প্রস্তুত করা অতি জরুরী।

তৃতীয়ত, এটা মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এক হিদায়াত যে, তিনি অনেকগুলো জিহাদী দলকে এক কর্তৃপক্ষের নিচে একজোট করেছেন। এটা একটি কল্যাণকর বিষয় যার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। মুজাহিদ মুসলিম এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে অথবা জামা'আতের আমীরের সাথে সকল জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে। এই যোগাযোগ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রতিহত হবে না। **তাই মুজাহিদের আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা উচিত না অথবা বের না হওয়ার কোনও শর্ত উঠানো উচিত না। বরং তাঁর নিজেই দেশে কাজ করা উচিত যেখানে কোন জামা'আত নেই। সে তথ্য যোগাড় করতে পারে যা জিহাদের জন্য উপকারী হবে। আর তা নিকটবর্তী ক্বিতালরত দলকে পাঠানো যেতে পারে। আর যদি তার নিজ দেশে ক্বিতালরত কোন দল থাকে তবে তার সেখানে যোগ দেয়া উচিত এবং সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করা উচিত।**

চতুর্থত, জিহাদী মিডিয়ার উন্নতির জন্য এই সময় কাজ করা এবং আগত সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া। যদি অন্য কোন কাজে জড়িত না থাকলে তবে আমাদের সকলকে মিডিয়া (অভিজ্ঞ) ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত, কেননা এমন একসময় আসবে যখন মিডিয়া কাজ হতে পারে। উম্মাহ এখনও পথনির্দেশনা ও জিহাদের জন্য উদ্দীপনা আশা করে। **আমাদের শত্রুরা কখনই আমাদের সমাজে তাদের চিন্তাকে প্রসারের কাজ থেকে থেমে থাকে না। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের শত্রুরা দিনে ও রাতে তাদের বাতিল চিন্তাধারা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাই আমাদের মানস তাদের থেকে উচ্চ রাখা ওয়াজিব।** আমরা মিডিয়ার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হই, কারণ তা বিজয় এবং সামরিক কাজের অগ্রদূত। তাই আমরা আমাদের এই ফ্রন্টে কঠোর পরিশ্রম করে যাই। প্রত্যেকেই তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচার করি। যারা প্রচার করে তাঁদেরকে প্রচার করতে দিন এবং সেখানে অবশ্যই তাঁদের কর্মে একটি সমন্বয় থাকা উচিত, যাতে আমাদের মনস্তাত্বিক বিজয় সকল মানুষের নিকট পৌঁছে যায়। যারা সমর্থক তাঁদের কাছেও, যারা ঘৃণা করে তাদের কাছেও এবং অন্যান্যদের কাছে।

পঞ্চমত, অন্তরকে ব্যধি থেকে মুক্ত করা। কোন মুসলিম তার নিজের কাজ অথবা চিন্তার জন্য কল্যাণ লাভ না-ও করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত উম্মাহর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে এই ফিৎনা থেকে মুক্তি চাই, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন।

ষষ্ঠত, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'য়ালার হিদায়াতের পর ঈমান ও তালীম হল ইস্তিকামাত (দৃঢ়পদ) থাকার চাবি। তাই আল্লাহর ওয়াজিব ইবাদত সমূহের ব্যাপারে মনে রাখা আবশ্যক যা আল্লাহ পছন্দ করেন। সফরের সময় এবং অবস্থান করার সময় নফল ইবাদতের ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে যা আগে বর্ননা করা হয়েছে।

হে আল্লাহ, যা আমাদের জন্য উপকারী তা শিক্ষা দিন আর যা আমরা শিখেছি তা থেকে উপকার লাভ করার তৌফিক দিন। একে আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনের জন্য উসীলা বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের পূর্বের ও ভবিষ্যতের গোপন ও সম্মুখ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন, কেননা, আপনি দয়াময় রহীম, আপনি আমাদের থেকে বেশি জ্ঞান রাখেন।

হে আল্লাহ, আপনার চমৎকার আবরণে এই দুনিয়াতে ও আখিরাতে আমাদেরকে ছায়া দিন।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার দ্বীনের জন্য ব্যবহার করুন। আমাদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েন না, আপনি রাহমানির রাহীম।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমানের পথে হিদায়াত দিন এবং এই পথে ইস্তিকামাত থাকতে সাহায্য করুন। আমাদেরকে জিহাদের জন্য এবং এই পথে সাহায্য করার জন্য হিদায়াত দিন।

হে আমাদের রব, এই পথে আমাদেরকে শাহাদাত দান করুন, যাতে করে আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

হে আমাদের রব, এই পথে আমাদেরকে শাহাদাত দান করুন, যাতে করে আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

হে আমাদের রব, এই পথে আমাদেরকে শাহাদাত দান করুন, যাতে করে আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সারা জাহানের মালিক।

লেখক,

তাঁর রবের সন্তুষ্টির খোঁজে,

আবি আসমা আল কুবি।

২৯ রবিউল আওয়াল, ১৪৩৩

জাজিরাতুল আরাব।

পরিবেশনায়ঃ

আনসারুল্লাহ্‌ বাংলা টীম